১২-১২-১৭ প্রাত: মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা :- দেহ - অহংকার ছেড়ে দেহী - অভিমানী হও, নিজের কল্যাণের জন্য স্মরণের চার্ট নোট করো, বিশেষভাবে বাবারই স্মরণে বসো, এই স্মরণের দ্বারাই বিকর্ম বিনাশ হবে"

প্রশ্ন :- বাচ্চারা, বাবা তোমাদের সর্বপ্রথম কোন্ নিয়মের কথা শুনিয়েছেন ?

উত্তর :- প্রথম নিয়ম হলো - সবকিছু দেখেও যেন বুদ্ধির চঞ্চলতা না হয় । এক বাবারই যেন স্মরণ থাকে । নিজের পরীক্ষা নিতে হবে যে, কোনো কিছু দেখলেও আমার বৃত্তি খারাপ হয় না তো ? তোমরা হাত দিয়ে কাজ করো কিন্তু মনে বাবাকেই স্মরণ করো, এখানে চোখ বুজে থাকার কোনো কথাই নেই ।

ওম্ শান্তি । ভক্তিমার্গে বেশীরভাগ কোনো সন্ন্যাসী আদি যখন স্মরণে বসে তখন চোখ বন্ধ করে বসে । এখানে নিয়ম হলো, দেখেও যেন বুদ্ধিতে সেই বিষয়ে কোনো চঞ্চলতা না আসে । নিজের পরীক্ষা নিতে হবে যে কোনো কিছু দেখে আমার বৃত্তি খারাপ হয় না তো ? যদিও বা আমরা দেখি তবুও আমাদের বুদ্ধির যোগ যেন বাবার সাথেই জুড়ে থাকে । মানুষ যখন খাবার তৈরী করবে তখন তো নিশ্চয় চোখ বন্ধ করে তৈরী করবে না । একে বলা হয় হাতে কাজ করা সত্ত্বেও হৃদয়ে যেন বাবার স্মরণ থাকে । কর্মেন্দ্রিয়র দ্বারা কাজ করো কিন্তু স্মরণ বাবাকেই করো । যেমন স্ত্রী তার স্বামীর জন্য ভোজন প্রস্তুত করে । হাতে কাজ করে কিন্তু বুদ্ধিতে থাকে যে আমি আমার স্বামীর ভোজন তৈরী করছি । তোমরা বাচ্চারা বাবার সেবায় নিয়োজিত আছ । বাবা বলেন -- বাচ্চারা, আমি তোমাদের অনুগত সেবক । বাচ্চাদের অর্থাৎ আত্মাদের তো তিনি বোঝাবেন, তাই না ? আত্মারা বলে -- মিষ্টি বাবা, আপনি আমাদের যে জ্ঞান আর যোগ শেখান, আমরা সেই সেবায় ব্যস্ত আছি । আর আপনি আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, গৃহস্থ জীবনে থেকে কাজকর্ম করেও প্রতি মুহূর্তে আমাকে স্মরণ করতে থাকো । তোমরা সবসময় কেউই স্মরণ করতে পারো না । কেউ কেউ বলে আমরা ১২ ঘন্টা স্মরণ করি, কিন্তু না । মায়া প্রতি মুহূর্তে অবশ্যই বুদ্ধিযোগ সরিয়ে দেবে । তোমাদের লড়াই হলো এই মায়ার সাথে । মায়া তোমাদের স্মরণ করতে দেয় না কারণ তোমরা মায়ার উপর জয়লাভ করো । রাবণজিত ....জগতজিত । রামও জগতজিত ছিলেন। সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশীরাও জগতজিত ছিলেন। তাই এই চোখের সাহায্যে সবকিছু দেখেও বুদ্ধির যোগ বাবার সাথে রাখা উচিত । দেখতে হবে ...আমার বুদ্ধির কোনো চঞ্চলতা আসে নি তো ! বাবাকে সম্পূর্ণ স্মরণ করতে হবে । এমন নয় যে আমি তো শিববাবারই তাহলে স্মরণের আর কি দরকার । কিন্তু না, বিশেষ করে তাঁকেই স্মরণ করতে হবে আর এই নোট রাখতে হবে সারাদিনে কতটা সময় স্মরণ করেছি ? এমন অনেকে আছে যারা সারাদিনের ঘটনা লিখে জানায় যে আমরা সারাদিনে এই এই করেছি অবশ্যই ভালো মানুষেরাই তা লিখবে । ভালোভাবে লিখলে পরের দিকে যারা আছে তারা দেখে শিখবে । খারাপ কিছু লিখলে তাদের দেখে এরা খারাপই শিখবে । এখন বাবা বাচ্চাদের রায় দিচ্ছেন যে তোমাদের চার্ট রাখতে হবে । জ্ঞান তো অনেকই সহজ । ভারতের প্রাচীন রাজযোগ বিখ্যাত । ভক্তিমার্গে অনেক প্রকারের হঠযোগ ইত্যাদি শেখানো হয় । তারা এই কথা জানে না যে বাবা কোন্ যোগ শিখিয়েছিলেন ? যদিও কোনো কোনো অক্ষর আছে .....' মনমনাভব' দেহ সহিত দেহের সব সম্বন্ধ ছেড়ে আমাকে স্মরণ করো । এখন তাঁর জন্য সর্বব্যাপী বলা, এ তো ভুল হয়ে গেলো । কেউ স্মরণই করতে পারে না । পাথরবুদ্ধি হওয়ার কারণে কোনো অর্থই বোঝে না । বাবা বোঝান -- আমি তোমাদের বাবা,

আমাকে স্মরণ করো । আমার কোনো দেহ নেই । কৃষ্ণকে তো আত্মা বলা যাবে না । নিরাকার বাবাই বলেন, নিজেকে আত্মা, অশরীরী মনে করো । তোমরা অশরীরী অবস্থায় এসেছিলে । ওই সন্ন্যাসীরা নাগা মনে করে নিয়েছে । ভক্তিমার্গে একে অযথার্থভাবে গ্রহণ করেছে । বাবা বলেন ....নিজেকে দেহ থেকে পৃথক মনে করো । দেহ – অহংকার ত্যাগ করো, দেহী – অভিমানী হও । সমস্ত জীবনে তোমরা নিজেকে দেহ মনে করে এসেছো । এখন এ হলো অন্তিম জন্ম । এখন তোমাদের দেহী – অভিমানী হতে হবে । সত্যযুগে দেবতারা আত্ম – অভিমানী ছিলো । তোমরা তখন জানতে যে এই শরীর ছেড়ে আমাদের অন্য শরীর ধারণ করতে হবে । খুশীর সঙ্গে তোমরা পুরানো শরীর ছেড়ে নতুন ধারণ করতে । সন্ন্যাসীরা তো এইকথা শেখাতে পারে না । তারা কালকে জিততে পারে না । তোমরা বাচ্চারাই কালকে জয় করতে পারো । ওরা হলো নিবৃত্তি মার্গের । ওরা আবার এই সন্ন্যাস ধর্মতেই আসবে । ওরা প্রবৃত্তি মার্গে আসতে পারবে না । এও ভারতের জন্য ভালো ধর্ম । এরা পবিত্র হয় তাই ভারতের মহিমাও এত বড় হয় যেমন বাবার মহিমা । ভারতই একসময় পবিত্র ছিলো কিন্তু এখন আর নেই । ভারত সকলের তীর্থ স্থান । সমস্ত মানুষেরই এখন সদ্গতি হবে । বলা হয় গড ফাদার হলেন উদ্ধারকর্তা । তিনি আমাদের দুঃখ থেকে উদ্ধার করে শান্তিধামে নিয়ে যান । যদি ভারতবাসীরা এইকথা জানতো তাহলে সর্বব্যাপী বলতো না । শিবজয়ন্তী এখানে পালন করা হয় । গানও গাওয়া হয় যে ....হে পতিত – পাবন । নিরাকার বাবাকেই মানুষ স্মরণ করে । ভারতবাসীরাই এই গান গায় । সম্পূর্ণ পবিত্র তারাই হয় । তোমরা বুঝতে পারো এ সম্পূর্ণ সঠিক কথা । বাকি শাস্ত্র তো অনেকই আছে, প্রত্যেক ধর্মের লোকেরাই নিজের নিজের গ্রন্থ রচনা করে । নতুন নতুন ধর্মের অনেক মান থাকে । ভারতবাসী দ্বাপর যুগ থেকে নামতে থাকে । এখন সবাই পতিত হয়ে গেছে । সম্পূর্ণ দুনিয়া পতিত – পাবন বাবাকে স্মরণ করে । এমন বাবার জন্ম এখানেই হয় । সোমনাথের মন্দিরও এখানেই আছে । এইসবকিছু মানুষ যদি জানতে পারে তবে এই একজনকেই ফুল দিয়ে পুজো করবে কেননা ইনিই সকলের উদ্ধারকর্তা । আমাদের তো একজনই, দ্বিতীয় আর কেউ নেই । কেউ মারা গেলে মানুষ তাকে ফুল দেয় । শিববাবা তো মারা যান না । তিনি সবাইকে শান্তিধামে নিয়ে যান । যেখানে সেখানেই শিব মন্দির আছে । বিলেতেও অনেকেই শিবলিঙ্গের পুজো করে । কিন্তু এ কেউই জানে না যে এনাকে কেন আমরা পুজো করি । বাবা নিজে বসে বোঝান যে শিবজয়ন্তীর পরে কৃষ্ণ জয়ন্তী এই ভারতেই হয় । শিব জয়ন্তীর পরে নতুন দুনিয়া আসে । বাবা এসেই এই পুরানো দুনিয়াকে নতুন করে তোলেন । ভারত হলো সবথেকে উঁচু । এর নামই হলো স্বর্গ । তোমরা সকলেই খুশী হও যে আমরা এখন বাবার শ্রীমতে চলে এই স্বর্গের স্থাপনা করছি । আমরা হলাম ঈশ্বরের সাহায্যকারী, ধর্মীয় মুক্তিযোদ্ধা । তোমরাই সারা দুনিয়াকে রাবণের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করো । রাবণের শৃঙ্খলের কারণে অনেক প্রকারের শৃঙ্খল তৈরী হয় । সত্যযুগে এইসব থাকে না । সেখানে দুঃখের কোনো কথাই থাকে না । এখানে মানুষ কত ব্রত মানত রেখে থাকে । তোমরা এইসব করো শ্রীকৃষ্ণপুরীতে যাবার জন্য ।

এখন বাবা বাচ্চাদের বোঝান...বাবা বাচ্চাদের দেখে, বাচ্চারাও বাবাকে দেখে । তোমরা সবাইকে ঘরে যাওয়ার রাস্তা বলে দাও । একে ভুল ভুলাইয়ার খেলা বলা হয় । ভক্তিতে মানুষ কতো মাথা ঠোকে, কিন্তু বাবার থেকে আশীর্বাদী বর্সা কেউ নিতে পারে না । ভক্তি, তপস্যা, দান করতে করতে মানুষ মাথা ঠুকতে থাকে । কিন্তু রাস্তা একমাত্র বাবাই বলতে পারেন । যদি কেউ রাস্তা জানে, তবে তো বলবে । এর থেকে সিদ্ধ হয় যে কেউ জানেই না । সঠিক রাস্তার সন্ধান কেউই জানে না । এখন সবাই মশার সদৃশ্য ঘরে ফিরে যাবে । সবার এই শরীর শেষ হয়ে যাবে । বাকি আত্মারা তাদের

হিসেব - নিকেশ শোধ করে ঘরে ফিরে যাবে । একেই শেষ সময় বলা হয় । মানুষ দীপাবলীর সময় সারা বছরের লাভ - ক্ষতির হিসেব করে । তোমাদের হলো কল্প - কল্পের হিসেব । এখন তোমাদের ২১ জন্মের জন্য করতে হবে । বাবাকে স্মরণ করলে জমা হবে তারপর ২১ জন্ম কোনরকম সমস্যা হবে না । তখন কোনো বস্তুই অপ্রাপ্ত থাকবে না । স্বর্গের সমস্ত প্রাপ্তি এখনকার পুরুষার্থের উপর নির্ভর করে । এইসব কথা কোনো শাস্ত্রেই নেই । এখন তোমরা এই অনুভব করছো । যখন তোমরা স্বর্গে চলে যাও তখন কে বসে এইসব লিখবে । শাস্ত্র ইত্যাদি তো অনেক পরে তৈরী হয় । শাস্ত্রে ছিলো যে যমুনার উপকূলে অনেক বড় মহল ছিলো, দিল্লী পরীস্থান ছিলো । বিড়লা মন্দিরে লেখা আছে ৫ হাজার বছর আগে ধর্মরাজ বা যুধিষ্ঠির পরীস্থান স্থাপন করেছিলেন । গঙ্গা - যমুনা নাম এখন পর্যন্ত চলে আসছে । বাস্তবে জ্ঞান গঙ্গা হলো তোমরা । গঙ্গার যেমন প্রভাব আছে, যমুনার তা নেই । বেনারস, হরিদ্বারে গঙ্গা আছে । অনেক সাধুরা সেখানে যায় । সেখানে গিয়ে তারা বলে 'শিব কাশী বিশ্বনাথ গঙ্গা ।' বিশ্বনাথ গঙ্গা প্রবাহিত করেছিলো জটার থেকে । এমন বলে আর ভাবে যে, গঙ্গার পাড়ে বাস করলে আমাদের মুক্তি হয়ে যাবে । দেখো, জ্ঞানমার্গের কি কথা আর ভক্তিমার্গের কি কথা । কত তফাৎ । অর্ধেক কল্প তোমরা অনেক কষ্ট করেছো । দেবীর কাছে গিয়ে বলিদান দিয়েছো । এখন তোমরা বলি দাও যে ....এই সবকিছুই ঈশ্বরের । তাই ঈশ্বরের সবকিছুও তোমাদের । আর ঈশ্বরের সবকিছু হলো স্বর্গ । তোমরা তো এখন নরকবাসী । বাবার হয়ে এখন আবার স্বর্গবাসী হচ্ছো । বাবার শ্রীমতে তোমাদের সম্পূর্ণভাবে চলতে হবে । শিববাবার তো আর বাড়ি ঘর বানানোর প্রয়োজন নেই । তিনি তো দাতা । এই সমস্ত কিছুই বাচ্চাদের জন্য । শিববাবা বলবেন তোমরা বাচ্চারাই ট্রাস্টি হয়ে সব সামলাও । ভক্তিমার্গে বলে -- শিববাবা, এই সবকিছুই আপনি দিয়েছেন, কিন্তু যখন আবার সব নিয়ে নেন তখন কত দুঃখী হই আমরা । এখন বাবা তো তোমাদের কাছ থেকে কিছুই নেন না । বাবা কেবল বলেন ...এর থেকে মমত্ব দূর করো । ট্রাস্টি হয়ে গৃহস্থ জীবনের দেখভাল করো । বাকি, আমি এইসব নিয়ে কি করবো । তোমাদের জন্যই সেন্টার খুলিয়েছি । এ হলো হসপিটাল আর কলেজ কম্বাইন্ড । স্বাস্থ্য আর সম্পদ দুইই প্রাপ্ত হয় । শিক্ষাকে আয়ের সোর্স বলা হয় । যে যত পড়ে, বাবার থেকে সে ততই আশীর্বাদী বর্সা নেয় । সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করতে হবে । বাবা এবং মাকে অনুসরণ করো । ত্বমেব মাতা চ পিতা ....এই কথা আছে না ? সেই পিতা এসে এনার মধ্যে প্রবেশ করেন । এনার দ্বারা দত্তক নেন । তাঁরা হলেন বাবা আর মা । আমরা তো তাঁদের মহিমাই করি । আমি এনার (ব্রহ্মার) মুখের দ্বারা তোমাদের বলে থাকি - তোমরা হলে আমার । তোমাদের আমি দত্তক নিয়েছি তারপর মায়েদের দেখভালের জন্য সরস্বতীকে নিযুক্ত করেছি । তোমরা তো ছোটো বাচ্চা নয় । বাবা বলেন তোমরা আমার হয়েছো আচ্ছা, এখন ট্রাস্টি হয়ে থাকো । গৃহস্থ জীবনের সম্পূর্ণ দেখভাল করো । সবথেকে ভালো হলো এই রুহানী হাসপাতাল খোলা । শিববাবা বলেন, আমরা কি দেখভাল করবো । ব্রহ্মা বাবার জন্যও বলেন, ইনিই বা কি করবেন ? এনার কাছে যা কিছু ছিল সব শিববাবাকে দিয়ে দিয়েছেন । ট্রাস্টি হতে হয় । এখানে তো সবকিছুই বাচ্চাদের জন্য করা হয় । বাচ্চারা, তোমাদেরই বাবা সব শিক্ষা দেন । এমন হয় যে এই বাড়ি শিববাবা বা ব্রহ্মাবাবার । সবকিছুই বাচ্চাদের জন্য । তোমরা হলে ব্রাহ্মণ সন্তান, এখানে ঝগড়া আদি কোনকিছুর কথা নেই । এ সবার কম্বাইন্ড সম্পত্তি । এখানে অনেক বাচ্চা, কোনো ভাগাভাগির ব্যাপার নেই । সরকারও কিছু করতে পারবে না । এ সবই ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের, সবাই মালিক । সবাই বাচ্চা । কেউ গরীব, কেউ সাহুকার ....এ সবই এখানে এসে থাকে । কারোর নিজস্ব সম্পত্তি নয় । লাখের আন্দাজে হয়ে যাবে । সবকিছুই তোমাদের মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চাদের জন্য । তোমরা হলে রুহানী বাচ্চা । তোমরা এখানে যত প্রিয়, লৌকিকে তেমন হতে পারো না । ওরা হলো শূদ্র জাতির আর তোমরা ব্রাহ্মণ জাতির ....তাই সম্পর্ক ছেদ হয়ে যায় । সন্ন্যাসীরা

এমন বলবে না যে, এ সব তোমাদের জন্য । আমিও তোমাদের । শিববাবা বলেন – আমি নিষ্কাম সেবাধারী । মানুষ নিষ্কাম হতে পারে না । সে যা করবে, তার ফল অবশ্যই পাবে । আমি ফল গ্রহণ করি না । আমি পুরানো দুনিয়া পুরানো শরীরে এসে প্রবেশ করি । আমার জন্য এখানে এই পুরানো শরীর । ভক্তিতে আমার জন্য বড় – বড় মন্দির বানানো হয় । এই সময় দেখো আমি কোথায় বসে আছি । কতো গোপন কথা বাচ্চাদের আমি বুঝিয়ে বলি । বাবা থোড়াই কোনো সত্সঙ্গে মুরলী শোনাবেন । বাচ্চাদের খুশীর পারদ চড়ে । বাবা বসে বাচ্চাদের পড়ান । তিনি কেমনভাবে এসে পড়ান, এ তোমরাই জানো । ভয়ের কোনো কথাই নেই । সবাই বাবার বাচ্চা । যা কিছুই তৈরী হয় সব বাচ্চাদের জন্য । এমন নয় যে সবাইকে এখানে এসে থেকে যেতে হবে । তোমাদের তো গৃহস্থ জীবনেই থাকতে হবে । সবাই যদি একত্রে থাকে তাহলে সম্পূর্ণ দিল্লীর মতো জায়গা চাই । এমন তো হতে পারে না । তবুও বাবার সাথে যোগ লাগাতে থাকো তাহলেই বিকর্ম বিনাশ হবে । আত্মা স্বর্ণ যুগের মতো হয়ে যাবে, তখনই ঘরে ফিরে যাবে । মাম্মা – বাবার মতো সম্মানের সাথে পাস করে যেতে হবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি – মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা – পিতা, বাপদাদার স্মরণ – ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :–

১) শ্রীমতে চলে ঈশ্বরের সাহায্যকারী হতে হবে । বাবার পরিচয় দেওয়ার জন্য সকলকে ঘরের রাস্তা বলতে হবে ।

২) ট্রাস্টি হয়ে সবকিছুর দেখভাল করতে হবে । কারোর প্রতিই মমত্ব রেখো না । মাতা – পিতার মতো সম্মানের সঙ্গে পাস করতে হবে ।

বরদান :– দয়া বা ক্ষমার ভাবনা ইমার্জ করে দুঃখ কষ্টের এই দুনিয়াকে পরিবর্তন করে মাস্টার দয়ালু হও

প্রকৃতির দোলাচলের পরিস্থিতিতে যখন আত্মারা চিৎকার করে, দয়া এবং ক্ষমা চাইতে থাকে, তখন নিজের দয়ালু স্বরূপকে ইমার্জ করে তাদের ডাক শোনো । দুঃখ কষ্টের দুনিয়াকে পরিবর্তন করার জন্য নিজেকে সম্পন্ন বানাও । পরিবর্তনের শুভ ভাবনাকে তীব্র করো । তোমরা সম্পন্ন হলেই এই দুঃখের দুনিয়া সমাপ্ত হয়ে যাবে । তাই নিজের প্রতি আর সঙ্গে সঙ্গে অন্য আত্মাদের প্রতি দয়ার ভাবনা ইমার্জ করো । যেখানে দয়া বা ক্ষমা থাকবে সেখানে আমার – তোমার, এই অস্থিরতা আসবে না ।

স্লোগান :– জ্ঞান আর যোগের দুটি পাখাই মজবুত হলে তখনই উড়তি কলার অনুভব করতে পারবে ।